দৈনিক জনকণ্ঠ

354
তারিখ ... JUN. 16 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

সিনেটে গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে শেষ পর্বের ভোট গ্রহণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় চলছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে ঢাকার কেন্দ্র দু'টিতে ভোটগ্রহণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে যাওয়া প্রবীণ-নবীনসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। কেউ কেউ এই নির্বাচনকে আখ্যায়িত করেছেন 'গেট টুগেদার' হিসাবে। গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ও জিমনেসিয়ামে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দু'টি কেন্দ্রেই লাইনে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার ভোটার ভোট দিয়েছেন। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা শেয়ারবাজারের মতো উচ্চৈস্বরে স্ব স্ব প্যানেলের পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন, যা ভিন্ন এক আমেজের সৃষ্টি করেছে। আজ বুধবার দুটি কেন্দ্রেই সকাল ন'টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যে সব রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ভোটার আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে পারেননি ভোট গ্রহণের শেষ দিন আজ বুধবারও তাঁদের জন্য সুযোগ রয়েছে। দু'কপি ছবি ও ১০ টাকা ফী দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের ২০৭ নম্বর কক্ষ থেকে ডুপ্লিকেট আইডিকার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ এই সুযোগ দেয়ার কারণে গতকাল সারা দিন ২০৭ নম্বর কক্ষে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কয়েক শ' রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ডুপ্লিকেট আইডিকার্ড সংগ্রহ করেছেন। কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থার জন্য রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের অনেকে বলেছেন 'এই ব্যবস্থা প্রশংসার দাবিদার'। ভোট দেয়ার শেষ সময় আজ বুধবার বিকাল পাঁচটা এবং ডুপ্লিকেট আইডি কার্ড গ্রহণের শেষ সময় আজ বিকাল চারটা।

সারা দেশের ৩৫টি কেন্দ্রে যে ভোট পড়েছে তার দ্বিগুণ ভোট ঢাকার দুটি কেন্দ্রে এই দু'দিনে পড়বে বলে ধারণা করা

(১১-এর পাতায় দেখুন)

ঢাকা ভার্সিটি সিনেট নির্বাচনের প্রথম দিনে ভোট গ্রহণ —জনকণ্ঠ

সিনেটে গ্রাজুয়েট

(১২-এর পাতার পর)

হচ্ছে।

গতকাল ভোট দিতে আসা রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের জন্য ক্যাম্পাসে ছিল আনন্দের আমেজ। কেউ কেউ স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভোট দিতে এসেছেন। ভোটদান শেষে তাঁরা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেছেন ৩০ কিংবা ৪০ বছর আগে প্রথমবর্ষে পড়া তারুণ্যের উচ্ছলতা নিয়ে। কেউ কেউ ব্যস্ত ছিলেন স্মৃতি রোমন্থনে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে গেছেন অথচ রেজিস্টারভুক্ত হননি এমন অনেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, 'আগামীতে ভোটার হতেই হবে। যারা নিজ এলাকায় ভোট দিতে পারেননি বিশেষ তাগিদে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকায় চলে এসেছেন ভোটদানের জন্য।

নির্বাচনে জয়ের জন্য সরকারী ও বিরোধী দল উভয়ই প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তাদের ব্যস্ততা ও উদ্বিগ্নতা দেখে অনেকে মন্তব্য করেছেন, 'সরকারী দল ও বিরোধী দল এটিকে জাতীয় নির্বাচনের মতো গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।' ঢাকার নির্বাচন পরিচালনার জন্য উভয় দলই বিশেষ ক্যাম্প তৈরি করেছে, খাবারের আয়োজন করেছে। নির্বাচন পরিচালনা অফিস থেকে মোবাইলে ফোন করে কতক্ষণ পর পরই খবর নিচ্ছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে আবদ্ধ 'গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদ' টিএসসিতে বিশাল ক্যাম্প তৈরি করেছে। এই পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার কয়েকটি রুটে ভোটারদের বহনের জন্য প্রায় ৫০টি বাস, মাইক্রোবাস ও প্রাইভেট কার দেয়া হয়েছে।

এই পরিষদের ১০ সদস্যের নির্বাচন পরিচালনা স্টিয়ারিং কমিটির নেতা– রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক শামসুল হুদা হারুন, সাংবাদিক ও কলামিস্ট এবিএম মূসা, দৈনিক অবজারভারের সম্পাদক ও সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার পরিচালনা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিকসহ অন্য নেতৃবৃন্দ দিনভর ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা ভোটারদের আনা-নেয়াসহ অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর নিয়েছেন। এছাড়া নীল দলের সকল শিক্ষকও ছিলেন কর্মতৎপর। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষে সাবেক উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিয়া, অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার, ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনও দিনভর কর্মতৎপর ছিলেন। এর বাইরে প্রগতি পরিষদ ও স্বতন্ত্র ঐক্যপরিষদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিজেদের পক্ষে ভোটারদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

কয়েকজন ভোটারের সঙ্গে আলোচনা করে এবারের নির্বাচনে একটি বৈশিষ্ট্য জানা গেছে, যে যার যত বড় আত্মীয় কিংবা বন্ধুবান্ধবই হোক প্যানেলের বাইরে কেউ ভোট দিচ্ছেন না। এমনকি পাহাড়প্রমাণ ব্যক্তিগত ইমেজের কথা বলেও কেউ ভোট ভাগ্যতে পারছেন না। এই কারণে নির্বাচনী ফল নিয়ে প্রধান দু'টি দলই আশাবাদী। তবে ভোটার সংগ্রহে গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদ আগে থেকে সিরিয়াসলি কাজ করেছে বলে জয়ের ব্যাপারে তারা খুবই আশাবাদী।

গতকাল শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ শেষে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, 'সম্মানিত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের ছাত্রশিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর আন্তরিকতার কারণেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। সকলের সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'